দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 SEP 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

27

মেধা তালিকায় কারচুপির অভিযোগ ভিত্তিহীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

ঢাকা বোর্ড

গতকাল (মঙ্গলবার) বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার মেধা তালিকায় কারচুপি সম্পর্কে কয়েকজন অভিভাবকের অভিযোগকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া

(১১শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মেধা তালিকা

(১৯শ পৃঃ পর)

অভিহিত করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্বে বোর্ড হইতে সাদা উত্তরপত্র বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত সাদা উত্তরপত্রে কেন্দ্রের সীল দিয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এ নিয়ম সকল কেন্দ্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ক্যাডেট কলেজগুলি চালুর সময় হইতেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে নিজ নিজ ছাত্রদের পরীক্ষা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। এ বছরও একই নিয়মে ক্যাডেট কলেজসমূহে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, উপজেলা সদরে যে স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, সে স্কুলের পরীক্ষার্থীরাও নিজ নিজ স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়া থাকে। তবে ঢাকা মহানগরীসহ বৃহত্তর জেলা সদরে একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকায় আন্তঃস্কুল পরিবর্তন করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। এতদসত্ত্বেও নাম করা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র এ-গ্রেডপ্রাপ্ত পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই কোন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নে অবিচার বা বৈষম্যমূলক আচরণ করার প্রসংগটি অবান্তব।

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষার বিধান রহিয়াছে। কোন পরীক্ষার্থী বিধিমোতাবেক আবেদন করিলে তাহার উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষা করা হইবে। —তথ্যবিবরণী।

27